দৈনিক বাংলা

007

তারিখ ... ১৪।৫।৪২ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৩ ...

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে ২০ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে

সুনীল বানার্জি ॥

কলেজ ও প্রাথমিক স্কুল ছাড়া দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা প্রায় ২০ ভাগ শিক্ষকই ভুয়া। এছাড়া, কাগজে-কলমে এরকমের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। এক হিসেবে জানা গেছে যে এসব ভুয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পেছনে বছরে গড়ে ২০ কোটি টাকা সরকারের গচ্চা যাচ্ছে।

শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান সংস্থার সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে যে দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় অসংখ্য ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অবাব বাস্তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এক বা একাধিক ভুয়া শিক্ষক। জরীপে কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আটজন শিক্ষকের মধ্যে চারজনই ভুয়া পাওয়া গেছে।

সরকার এই সংস্থার মাধ্যমে গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এসব বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জরীপ চালায়। বিভিন্ন সরকারী কলেজের ৭২ জন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬শ মেধাবী ছাত্র এই জরীপে সহায়তা করে। বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল এবং বেসরকারী মাদ্রাসায় এই জরীপ চালান হয়।

জরীপে দেখা গেছে, এসব শিক্ষা

(৩-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃঃ পর)

প্রতিষ্ঠানের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ শিক্ষক ভুয়া। মাদ্রাসাগুলোতে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক থাকলেও তাদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে তা ঠিক নয়।

জরীপের রিপোর্ট অনুযায়ী কুমিল্লার চাঁদপুর মহকুমার অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের অস্তিত্ব রয়েছে।

কাগজে-কলমে সারাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসাসহ ২ লাখ ১১ হাজার ২শ ১২ জন শিক্ষক রয়েছেন।

জরীপ অনুযায়ী এইসব শিক্ষকের শতকরা প্রায় ২০ ভাগই ভুয়া।

অনুরূপভাবে সারাদেশে কাগজে-কলমে বেসরকারী মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার সংখ্যা ১০ হাজার ১শ ৩১টি। এর মধ্যে ৬ হাজার ৯শ ৮০টি মাধ্যমিক ২ হাজার ১টি নিম্নমাধ্যমিক ও ২ হাজার ৪শ ৫০টি মাদ্রাসা রয়েছে। জরীপ অনুযায়ী এরমধ্যে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার কোন অস্তিত্বই নেই। এরমধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

জরীপ মতে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী পটুয়াখালী জেলায়। এই জেলায় চারটি মাধ্যমিক। একটি মাদ্রাসা ও চারটি নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের কোন অস্তিত্ব নেই।

অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ময়মনসিংহ জেলায়। এই জেলার তিনটি মাদ্রাসার কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এই তিনটি মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং এই মাদ্রাসা তিনটির ১৮ জন শিক্ষকের নামে ১৯৭২ সাল থেকে সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা তুলে নেয়া হচ্ছে।

কলেজ ও প্রাথমিক স্কুল ছাড়া দেশের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন এবং এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা বাবদ গড়ে এক শ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই হিসেবে জরীপের রিপোর্ট অনুযায়ী ভুয়া শিক্ষক ও ভুয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে গড়ে ২০ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে সরকারের শিক্ষা, তথ্য পরিসংখ্যান সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এ্যান্ড স্টাটিস্টিকস) বেসরকারী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরীপের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন যে রিপোর্ট তৈরী করেছে তাতে এই ২০ কোটি টাকা গচ্চা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে।